"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে ভক্তির চিত্তবিনোদক কথাগুলিকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক কথা সবাইকে শোনাতে হবে, রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্য কোন্ গুণ চাই ?

*উত্তরঃ - নিরহঙ্কারিতার গুণ। মহাবীরের জন্য দেখানো হয় যে যেখানেই সৎসঙ্গ হতো সেখানে জুতো যেখানে রাখা হয় সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন। কেননা তাঁর মধ্যে দেহ অভিমান ছিল না, কিন্তু এক্ষেত্রে বাহাদুরী চাই। তোমরা যেকোনো ড্রেস পড়ে সেই সৎসঙ্গে গিয়ে শুনতে পারো। গুপ্ত বেশে গিয়ে তাদের সেবা করতে হবে ।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । এ হল ভগবানের উচ্চ থেকে উচ্চতম মহিমা। ঈশ্বর বলো, পরমপিতা পরমাত্মা বলো, কেবল ঈশ্বর বা ভগবান বললে পিতা মনে করা যায়না, এই জন্য পরমপিতা পরমাত্মা বলা উচিত। তিনি হলেন রচয়িতা এই মনুষ্য সৃষ্টির। এখন উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা এসে কী বলেন? বলেন যে পতিত মানুষ আমাকে আহ্বান করে যে এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। পাবন মানে পবিত্র। পতিত-পাবন ভগবানকেই বলা যায়। বরাবর তিনি আসেন অবশ্যই। ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে তো তিনি অবশ্যই আসবেন। কিন্তু তিনি আসবেন তখন, যখন ভক্তদের ভক্তির ফল দেওয়ার সময় হবে। ফল দেওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকার প্রদান করা। তাঁর কাছে অনেক সহজ। এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি দিতে পারেন। বলেও যে জনকের সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। নাম তো একজনেরই গাওয়া হয়ে থাকে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি অর্থাৎ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষ বলে যে শান্তি সুখ আর লম্বা আয়ু চাই। অল্প বয়সেই কেউ মারা গেলে তো বলে যে অকালে মৃত্যু এসে গেছে, সম্পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেনি। এখন বাবা যা কিছু করে গেছেন তারই গায়ন আছে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি তো অবশ্যই প্রথমে জীবনবন্ধ থাকবে। জীবনবন্ধ কলিযুগের অন্ত আর জীবন্মুক্ত সত্যযুগের আদিকে বলা যায়। বলে যে জনকের মতো ঘর গৃহস্থে থেকে জীবন্মুক্তিকে পেতে চাই।

বাবা বোঝাচ্ছেন, শব্দই হলো দুটি - রাজযোগ আর জ্ঞান। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ তো বিখ্যাত। প্রাচীন মানে প্রথম দিকে। কিন্তু কবে ? এটা মানুষ জানে না। কেননা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান আর যোগ তো সবাই চায় যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়। এখন তো ভারত অনেক দুঃখী হয়ে গেছে, প্রথমে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। এখন নেই পুনরায় তাকে স্মরণ করতে থাকে যে সেই রাজযোগ আর জ্ঞান কে দিয়েছিলেন! এটা জানে না। না হলে তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়াতে বাচ্চাদের কোনো পরিশ্রম হয় না। বাবার হয়ে গেলেই তো উত্তরাধিকারের যোগ্য হয়ে যাবে। তথাপি মাতা-পিতা শিক্ষকের শিক্ষা প্রাপ্ত হবেই। মুক্তিরও বর্সা চাই, এইজন্য গুরু করতে থাকে। কিন্তু জীবন্মুক্তি তো কখনো কেউ দিতে পারে না। যখন জীবনবন্ধের অন্ত হবে, জীবন মুক্তির আদি হবে তখনই পুনরায় জীবন্মুক্তি দাতা আসবেন। মানুষ কেবল শুনেছে যে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি অথবা সেকেন্ডে রাবণ রাজ্যের থেকে রামরাজ্য, পতিত পাবন। কিন্তু কিভাবে ; সেটা জানে না। বাবা তোমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলেন। এটা হল আধ্যাত্মিক শিক্ষা যেটা সুপ্রিম আত্মা দিয়ে থাকেন। সেখানে (ভক্তি মার্গে) তো সকল মানুষই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে থাকে, বলে যে অমুক মহাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছেন। এখানে হলো প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞান যেটা পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছিলেন, ৫ হাজার বছর পূর্বে, যাঁর দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হয়েছিলে। এখন প্রায়ঃলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি লুপ্ত না হতো, তবে শোনাবেন কীভাবে ? মানুষ যদি পতিত না হয় তো পতিত-পাবন বাবা আসবেন কীভাবে ? পতিত হতে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এরও সমস্ত বিস্তারে বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বর্ণও বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মা চাই তো তার বাবাকেও চাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর এই তিনের বাবা হলেন শিব। এখন ব্রহ্মার দ্বারা বসে প্রাচীন জ্ঞান দিচ্ছেন যার দ্বারা বিষ্ণুপুরর মালিক হবে আর ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ থেকে তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা হচ্ছো তাই প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই। কৃষ্ণকে তো প্রজাপিতা বলতে পারে না। এখানে তো সব উল্টোপাল্টা কথা বানিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের এত রানী, সন্তান ইত্যাদি ছিল, এসব হলো ভুল তথ্য। বাস্তবে বাচ্চা হল ব্রহ্মার নাকি কৃষ্ণের। ব্রহ্মাই কৃষ্ণ হন। ব্যস্ এই এক জন্মের উথাল-পাতাল মানুষকে বিমর্ষ করে দিয়েছে। গীতার ভগবান কৃষ্ণকে বলে দিয়ে শিবকে লুপ্ত করে দিয়েছে। সবাই বলে ব্রহ্মার তিন মুখ ছিল, এ'সব কথায় কতইনা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিব, যিনি রচয়িতা তাকেই তো একদমই গুপ্ত করে দিয়েছে। রচয়িতাই এসে বলেন যে, আমি কীভাবে দেবী-দেবতা ধর্মের রচনা করে থাকি। এইরকম নয় পরমাত্মা সৃষ্টি কীভাবে রচনা করেন।

পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করেই এই কারণে যে, হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পতিতদেরকে পাবন বানাও। দুনিয়ার এটা জানা নেই যে এই সময় রাবণের রাজ্য চলছে। রাবণের বড়-বড় গল্প কথা বসে শোনায়। একে বলা যায় ভক্তির মনোরঞ্জনকর কথা আর এখানে হল আধ্যাত্মিক কথা। এই সময়ে সকল সীতারা অথবা ভক্তবৃন্দরা রাবণের জেলে আছে আর রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখী হয়ে আছে। এখন সবাইকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করাতে হবে। এখন বাবা এসেছেন, বলছেন বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমাকেই আহ্বান করেছিলে যে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা এসো। এটা হল আমারই নাম। কলিযুগে আছে অপার দুঃখ। সত্যযুগে আছে অপার সুখ। পুনরায় তোমাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষ তো বিনাশকে খুবই ভয় পায়। মনে করে যে এরা যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করে তাহলে শান্তি হয়ে যাবে। তথাপি এত এত ধর্ম যেখানে সেখানে শান্তি কীভাবে হবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই এত সব ধর্ম যা এখন আছে - সেসব প্রথমে ছিল না, যখন একটাই ধর্ম ছিল তখন বরাবর সুখ-শান্তির রাজ্য ছিল। এখন সবাই প্রার্থনা করে মনের শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে! আরে মন কি জিনিস - প্রথমে এটাকে তো বোঝো। আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি আছে। মানুষের মুখ কথা বলে। চোখ দেখে। সব মিলিয়ে বলে দেয় যে, মানুষ হল দুঃখী। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ যে বাবাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তারপর কল্পবৃক্ষ আর ড্রামাকেও বোঝাতে হবে, যার জন্য এই চিত্র তৈরি হয়েছে। কেবল মন্মনা ভব বলার জন্য তো চিত্রের দরকার হয়না। চিত্রের উপর বোঝাতে এক ঘন্টা লেগে যায়। প্রাচীন রাজযোগ ভগবান এসে শিখিয়েছিলেন আর রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। পুনরায় কোনো মানুষ কী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে ! বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তো ঠিক আছে। কিন্তু এটা বিস্তারিত ভাবে যতক্ষণ না কাউকে বোঝাবে, ততক্ষণ বুদ্ধিও খুলবে না। সৃষ্টি চক্রকে বুঝতে পারবে না। যখন কেউ ড্রামা দেখে আসে তো তার বুদ্ধিতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ঘুরতে থাকে, বলার সময় শুধু এটাই বলবে যে আমি ড্রামা দেখে এসেছি। তোমরাও বলো যে আমরা এই ড্রামাকে জানি। কিন্তু বিস্তার তো অনেক আছে। বাবার থেকে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, পুনরায় বুদ্ধিতে চক্রও আছে। চুরাশির চক্র অবশ্যই প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা পুনরায় দেবতা তৈরি হয়। ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু, বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা। তোমরা যে দেবী দেবতা ছিলে, পুনর্জন্ম নিতে নিতে পুনরায় এসে ব্রাহ্মণ হয়েছো। লৌকিকের বাবা তো কেবল উৎপত্তি আর পালন করেন। বিনাশ তো করতে পারেন না। বিনাশ অর্থাৎ সমগ্র পতিত দুনিয়াই থাকবে না। সমগ্র রাবণ রাজ্যেরই বিনাশ হতে হবে। না হলে রামরাজ্য কীভাবে হবে! সেখানে কখনও রাবণকে দহন না। ভক্তি মার্গের কোনও কথা জ্ঞান মার্গে হয় না। তোমরা সত্য যুগ ত্রেতাতে প্রালব্ধ ভোগ করো। সেটা হলো জ্ঞানের প্রালব্ধ, একে বলা যাবে ভক্তির প্রারব্ধ। অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ। প্রথমে ভক্তি অব্যভিচারী ছিল পুনরায় ব্যভিচারী হতে হতে একদমই দুঃখী হয়ে গেছে। সদ্গতি দাতা হলেন এক বাবা, এটা তো বোঝাতে হবে যে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। স্মরণ করেছ আর স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়েছে, পুনরায় নরকে কীভাবে আসবে, এই সব কথা বসে বোঝানো হয়। এখন তোমরা সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান জেনে গেছো। তো এই সময় তোমরা ত্রিকালদর্শী হচ্ছ। তাদেরকে তোমরা বলতে পারো যে দেবতারাও ত্রিকালদর্শী ছিলেন না। তখন বলবে, তাহলে কারা ছিল ? কেননা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণদের তো কেউই জানেই না। দেখায় যে যেখানে সৎসঙ্গ হত তো হনুমান গিয়ে জুতো রাখার জায়গায় বসে যেত। এখন এই কথা মহাবীরের জন্য কেন বলা হয়েছে ? কেননা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনও দেহ অভিমান তো নেই। মনে করো সৎ সঙ্গে এমন কোনো কথা বেরিয়ে এলো, তখন তোমরা বলতে পারো যে প্রাচীন সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি নিতে হলে অমুকের কাছে যাও। যিনি বোঝাবেন তাকে অনেক বাহাদুর আর নিরহংকারী হতে হবে। অল্প একটুও দেহ-অভিমান যেন না থাকে। কোথাও গিয়ে বসে যাও, সময় থাকলে তো বলতে হবে। শক্ত সমর্থ হলে তো ভাষণ ইত্যাদি করবে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কীভাবে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তো কেউ দিতে পারে না। এই মহাবীরই বোঝাতে পারেন। শোনার জন্য মানা নেই। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাচ্চারা তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। বলো, রাজযোগ শিখতে হলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাও। পরবর্তী সময়ে তোমাদের নাম বিখ্যাত হয়ে যাবে। সংখ্যায় অনেক হয়ে যাবে। এখন তো খুবই অল্প সংখ্যায় আছে। ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নামও অনেক আছে। কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে গেছিল। কিন্তু ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো কথাই নেই। টিচার কখনো পড়ানোর জন্য কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে যায় কি! সেবা করার জন্য তো অনেক বিচার সাগর মন্থন করতে হবে আর অনেক বাহাদুর হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সকল ভক্ত রূপী সীতাদেরকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেকেন্ডে মুক্তি-জীবন্মুক্তির রাস্তা দেখাতে হবে।

২) বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। দেহ-অভিমান ছেড়ে মহাবীর হয়ে সেবা করতে হবে। বিচার-সাগর মন্থন করে সেবার নতুন নতুন যুক্তি বের করতে হবে।

বরদানঃ- নাথিং নিউ এর যুক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে আনন্দের স্থিতির অনুভবকারী সদা অচল অনড় ভব

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বদা আনন্দের স্থিতিতে যে থাকে। হৃদয়ে সর্বদা স্বতঃতই এই গীত যেন বাজতে থাকে বাঃ বাবা আর বাঃ আমার ভাগ্য! দুনিয়ার যেকোনো দোলাচলের পরিস্থিতিতে আশ্চর্য না হয়ে ফুলস্টপ। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু তোমাদের জন্য নাথিং নিউ। কোনো নতুন কথা নয়, এতটাই ভেতর থেকে অচল স্থিতি থাকবে, কি, কেন এতে মন যেন বিষন্ন না হয়ে পড়ে, তখন বলা যাবে অচল অনড় আত্মা।

স্লোগানঃ- বৃত্তিতে শুভ ভাবনা থাকবে, শুভ কামনা থাকবে তবেই তো শুভ ভাইব্রেশন ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডাইরি থেকে)

১) এখন তোমাদেরকে দৈবী গুণের ধারণা করতে হবে। ধৈর্যের দ্বারা গুণের ধারণাও নিশ্চয়ের সাথে হয় আর সাক্ষী ভাবের অবস্থাতেই খুশি রয়েছে । এই ধারণার দ্বারাই পরমাত্মা নিজেই হাজার কদম এগিয়ে প্রখ্যাত হন। বাবা বলেন, তোমরা সূক্ষ্ম ভাবে দুই কদম কাছে এসো তাহলে আমি স্থূল ভাবে অনেক কদম এগিয়ে সামনে আসব। জ্ঞান হলোই স্ব লক্ষ্যে স্থির থাকা। স্ব-তে স্থির থাকলে পরমাত্মা স্বয়ং এগিয়ে আসবেন। বাবার এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়ে দাও, যত দৈবী গুনের ধারণা করবে, ততই একে-অপরকে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত হবে। আজ দেওয়া, কাল মিলন করা। আজ সেবক হয়ে দেবে তো কাল মালিক হয়ে রাজত্ব করবে। এখন তো তোমরা হলে বিশ্ব সেবক, তাই না।

২) প্রত্যেকে নিজের স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়ে নিজের রথ অর্থাৎ শরীরকে চালাতে থাকো। যেরকম এই রথকে আমি বসাই, আমি খাওয়াই, আমি শুইয়ে দিই। আমি মুখ দিয়ে কথা বলাই। যদি আমি মুখ দিয়ে কাউকে দুঃখ দিই তো আমি নিজেই নিজের স্ব স্বরূপের নিন্দা করে ফেলি। তো পুনরায় স্ব-সম্পূর্ণ আত্মা বলে যে হে জীবাত্মা তোমার উপর আফসোস হয়। এইরকম মানব শরীরে অথবা প্রাণীর শরীরে আমি শুদ্ধ আত্মা প্রবেশ করিনি। স্ব শুদ্ধ আত্মা যে জায়গায় থাকে সেই স্থানে আফসোস হয় না, কেননা সে কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারেনা। স্ব শুদ্ধ আত্মা তো হল সুখ রূপ। আর এই রকম স্ব নিশ্চয় বুদ্ধি তো সর্বদাই সুখ প্রদান করে । সেই তো হল সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ আর যে নিজেকে স্ব আত্মা নিশ্চয় করেও অন্যকে দুঃখ দেয়, তারা তো কেবল জ্ঞান শোনানো পন্ডিত। তার প্রভাব অন্যের উপর হতে পারে না। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;